আজকের কাগজ

15

তারিখ ... 20 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

আলিম পরীক্ষায় দু'বার পাস করেও সার্টিফিকেট পায়নি রশিদ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় পর পর দু'বার দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলেও পাবনার আটঘরিয়া থানার চাঁদভা সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে আঃ রশিদ নামের এক দরিদ্র ছাত্র তার সার্টিফিকেট পাচ্ছে না। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে এ ছাত্রের সার্টিফিকেট নিজের নামে চালিয়ে অপর এক যুবক অবৈধভাবে একটি মাদ্রাসায় চাকরি করছে। হতভাগ্য আঃ রশিদ সরকারের বিভিন্ন দফতরে দির্ঘ দু'বছর ধরনা দিলেও কারও সুদৃষ্টি পড়েনি তার ওপর। আটঘরিয়ার চাঁদভা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা হতে ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে পর পর দু'বার আলিম (সাধারণ বিভাগ) পরীক্ষায় আঃ রশিদ অংশ নেয়। ১৯৯২ সালের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ রশিদকে জানায়, সে ফেল করেছে। রশিদ সরল বিশ্বাসে ১৯৯৩ সালে পুনরায় পরীক্ষা দেয়। এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবারো রশিদকে অকৃতকার্য বলে জানায়। বিষয়টি রশিদের মনে সন্দেহ হওয়ায় বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারে সে উভয় সালেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ন হয়েছে। অথচ বোর্ডের রেজাল্ট শিটের সঙ্গে মাদ্রাসার শিটের কোনো মিল নেই। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ দুর্নিতির আশ্রয় নিয়ে পর পর দু'বারই রশিদকে অকৃতকার্য দেখাচ্ছে আর রশিদের ফলাফল ভোগের সুযোগ লাভ করেছে এ মাদ্রাসার আঃ শুকুর নামের এক অকৃতকার্য ছাত্র। শুকুর বর্তমানে রশিদের সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য একটি মাদ্রাসায় চাকরি করছে। রশিদ চাঁদভা মাদ্রাসার বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতী, অধ্যক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও তার উপর অন্যায়ের বিচার দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী, পরীক্ষানিয়ন্ত্রক, জেলা প্রশাসক, টিএনও এবং কেন্দ্র সচিবের কাছে লিখিত আবেদন করে দীর্ঘ দু'বছর যাবত ধরনা দিচ্ছে। রশিদ একজন দিনমজুরের সন্তান। বিভিন্ন মানুষের সাহায্য সহযোগিতায় পড়াশোনা করার পর এই হয়রানীর শিকার হয়ে বিভিন্ন জায়গায় দিনের পর দিন ধরনা দিলেও কেউই তার এ দুর্ভোগ নিরসনে সু-দৃষ্টি দিচ্ছে না। রশিদ এখন দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো পথে পথে ঘুরছে। পাবনা থেকে কামাল আহমেদ সিদ্দিকী।